সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য

অত্যাবশ্যকীয় পাঠ সমূহ

মূলঃ
শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.)
সাবেক প্রধান মুফতী, সউদী আরব

অনুবাদঃ
শাইখ ইবরাহীম আব্দুল হালীম
দাঈ ও গবেষক, দক্ষিণ কোরিয়া

সারা বিশ্বের সকল মুসলিমদের জন্যে

অত্যাবশ্যকীয় পাঠসমূহ

সংকলনঃ সামাহাতুশ্ শাইখ আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায
রহিমাহুল্লাহ
সাবিক্ব প্রধান মুফতী সু'উদী আরব।

অনুবাদকঃ মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম আল মাদানী
দাঈ ধর্ম মন্ত্রণালয় সু'উদী আরব, দক্ষিণ কোরিয়া।

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি মানব ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যিনি তাঁর উম্মাতকে ছোট বড় সকল প্রকার ইবাদত করার পদ্ধতি বর্ণনা করে গেছেন। আরো সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবাগণের উপর যারা তাঁর বর্ণিত পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পেরেছিলেন।

অতঃপর হে সম্মানিত পাঠক - পাঠিকা ! আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর ইবাদত করা ফরয করেছেন এবং পাশাপাশি তার নির্ধারিত পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। শুধু সে নির্ধারিত পদ্ধতিতেই ইবাদত করলে তা গৃহীত হবে। অন্যথায় তা গ্রহণ করা হবে না। তাই ইবাদত শুরু কারার আগে আমাদের উপর সর্ব প্রথম ফরয হলো তার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা। কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞানার্জনের অনেক পথ আছে। তন্মধ্যে উত্তম পথ হলো সরাসরি উস্তাযের কাছ থেকে ইলম গ্রহন করা, যাকে আরবী ভাষায় (تلقي العلم من الشيخ مشافهة তালাক্কিউল ইলমে মিনাশ্ শাইখে মুশাফাহাতান) বলা হয়। এ পথটি বাস্তবায়নার্থে আমি সামাহাতুশ্ শাইখ আব্দুল আজীজ বিন বায রহিমাহুল্লার লিখিত ঃ সারা বিশ্বের সকল মুসলিমদের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় পাঠসমূহ বইটি অনলাইন www.ivcbd.net ই শিক্ষা দিয়েছি, যাতে কোরিয়া, সা'উদী আরব ও দুবাইসহ আরো অন্যান্য দেশের মুসলিম প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় উত্তম পথ হলো নির্ভরযোগ্য লিখকের বই পড়ে জ্ঞানার্জন করা। আমি এ

পথটির প্রতি লক্ষ্য করে উক্ত বইটি শিক্ষা দানের সময়ে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করি, যাতে বাংলা ভাষাভাষি ভাই ও বোনেরা উক্ত বই হতে জ্ঞান অর্জন করে উপকৃত হতে পারে।

পরিশেষে আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমাকে এ ভাল কাজটি করার তাওফীক দান করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা আদা করছি কোরিয়াস্থ Kyung Hee বিশ্ববিদ্যালয় পি,এইচ,ডি গবেষক মুহাম্মাদ মুতাহারুল ইসলাম ভাইয়ের যিনি বইটি দেখে দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে আমার প্রর্থনা তিনি যেন এটি আমার ও আমাদের ভাইদের পক্ষ থেকে যারা সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করেছেন কবূল করেন ও পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি সারা জগতের প্রভূ। এবং মুত্তাকিনদের জন্যেই (শুভ) পরিণতি ও ফলাফল। আল্লাহ্ তাঁর বান্দা , রাসূল ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন। আরো সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার ও সকল সাথীগণের উপর।

অতঃপর দীন ইসলাম সম্পর্কে সারা বিশ্বের সকল মুসলিমদের জন্যে যা জানা ওয়াজিব তার কিছুর বর্ণনার ব্যাপারে এ সংক্ষিপ্ত লিখনি। আমি এর নাম রেখেছি ঃ সারা বিশ্বের সকল মুসলিমদের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় পাঠসমূহ।

আমি আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিমদের উপকার করেন। এবং তিনি যেন এটি আমার পক্ষ হতে গ্রহণ করেন। কারণ তিনি মহৎ ও উদার।

আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)।

প্রথম পাঠ ঃ সূরা ফাতিহা ও কিছু ছোট ছোট সূরা।

সূরা ফাতিহা এবং সূরা যালযালা হতে সূরা নাস পর্যন্ত এ ছোট ছোট সূরাগুলো হতে যা সম্ভব তা জানা বা শিখা অত্যাবশ্যক। পড়া না জানা ব্যক্তি অন্যের কাছে শুনে শুনে পড়া শিখবে, পরে নিজের পড়াকে শুদ্ধ করবে ও মুখস্থ করবে এবং যা বুঝা অবশ্যই দরকার তার ব্যাখ্যা শিখবে।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ ইসলামের স্তম্ভসমূহ ঃ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের বিবরণ। তার প্রথম ও মহান স্তম্ভ হলো ঃ আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নাই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নাই এর শর্তসমূহ সহ এর অর্থের ব্যাখ্যা করে। এর অর্থ হলো ঃ (لا إلـه)) কোন ইলাহ নাই এর অর্থ হলো ঃ আল্লাহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হয় তার সকলের প্রতি অস্বীকৃতি জানানো। إلا الله আল্লাহ ছাড়া। এর অর্থ হলো ঃ অদ্বিতীয় এক আল্লাহর জন্যেই সকল ইবাদত সাব্যস্ত করা।

লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহ।

১। ইলম বা জানা যার বিপরীত অজানা। ২। ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস যার বিপরীত শক/ সন্দেহ। ৩। ইখলাস বা একনিষ্ঠতা যার বিপরীত শিরক। ৪। সিদক্ব বা সত্য যার বিপরীত মিথ্যা। ৫। ভালবাসা যার বিপরীত বিদ্বেষ। ৬। অনুগত হওয়া যার বিপরীত ত্যাগ ও বর্জন করা। ৭। কবূল বা গ্রহণ করা যার বিপরীত প্রত্যাখ্যান করা। ৮। আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা করা হয় তার অস্বীকার করা। এ শর্তগুলো নিম্নে (কবিতার) দু'টি লাইনে একত্রিক করা হয়েছে।

علم يقين وإخلاص وصدقك مع   محبـة وانقيـاد والقبـول لها

وزيد ثامنها الكفران منك بما   سوى الإله من الأشياء قد أُلها

নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের বিবরণ সহ। আর এর দাবি হলো ঃ তিনি যে ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তাঁকে সত্যায়ন করা। যে ব্যাপারে আদেশ করেছেন সে ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করা। আর যা থেকে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা প্রবর্তণ করেছেন শুধু তার মাধ্যমেই আল্লাহর ইবাদত করা।

তারপর পাঠকদের জন্যে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের বাকি স্তম্ভগুলো বর্ণনা করা। আর তা হলো ঃ ২। সলাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩। যাকাত আদায় করা। ৪। রমযান মাসের সিয়াম সাধন করা। সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর সম্মানিত ঘরের হজ্জ করা।

তৃতীয় পাঠ ঃ ঈমানের রুকনসমূহঃ

ঈমানের স্তম্ভসমূহ ঃ আর তা হলো ছয়টি ঃ আল্লাহর, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের , তাঁর কিতাবসমূহের, তাঁর রাসূলগণের,ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা। আরো ঈমান আনা ভাগ্যের ভাল - মন্দ এ সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এ কথার প্রতি।

চতুর্থ পাঠ ঃ তাওহীদের প্রকারসমূহ ও শিরকের প্রকারসমূহ ঃ

তাওহীদের প্রকারসমূহের বিবরণ , আর তা হলো তিন প্রকার ঃ

১। তাওহীদুর রুবূবিইয়াহ।

২। তাওহীদুল উলূহিইয়াহ।

৩। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

১। তাওহীদুর রুবূবিইয়াহ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক, সব ব্যাপারে কর্তৃত্বকারী এ ব্যাপারে কোন শরীক নাই এ কথার প্রতি ঈমান আনা।

২। তাওহীদুল উলূহিইয়াহ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু তিনিই সত্য উপাস্য এ ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নাই। আর এটিই হলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর অর্থ। আর তার অর্থ হলো ঃ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তাই সলাত , সওম এবং আরো অন্যান্য যত ইবাদত আছে সব ইবাদতই আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ করা অপরিহার্য। এবং এ ইবাদতের কোন কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে ব্যয় করা অবৈধ / হারাম।

৩। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীছসমূহে আল্লাহর যে সকল নামসমূহ ও গুণসমূহ বর্ণিত হয়েছে তার সকলের প্রতি ঈমান আনা। এবং তা বিকৃত না করে, আসল অর্থ বর্জন না করে, পদ্ধতি বর্ণনা না করে ও উদাহরণ না দিয়ে, উপযুক্ত পন্থায় একক আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত্য করা। নিম্নে বর্ণিত আল্লাহ সুবহানাহুর বাণীর প্রতি আমল করত্।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থ ঃ তুমি বলে দাও ঃ তিনিই আল্লাহ একক, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি, এবং তিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং কেহই তাঁর সমকক্ষ নয়। (সূরা ইখলাস)।

আরো আমল করত তাঁর নিম্নের বাণীর প্রতি।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورة الشورى : الآية : ١١)

অর্থ ঃ(সৃষ্টিজীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়।আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন। [সূরা আশ্‌শুরা ঃ আয়াত ঃ ১১]

আর কিছু জ্ঞানীগণ তাওহীদের এ প্রকারসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে তাওহীদুর রুবূবিইয়ার মাঝে প্রবেশ করায়েছেন। এতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ দু'প্রকারের মাঝেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

শিরকের প্রকারসমূহ ঃ

শিরক তিন প্রকার ঃ ১। বড় শিরক, ২। ছোট শিরক, ৩। লুক্কায়িত/অন্তর্নিহিত শিরক। বড় শিরক আমল বাতিল হয়ে যওয়াকে অপরিহার্য করে। এবং এর উপর যার মৃত্যু হবে তার জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়াকে অপরিহার্য করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة الأنعام : الآية :٨٨]

আর যদি তারা শিরক করে তবে তাদের পক্ষ হতে তাদের কৃতকর্ম বাতিল হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম ঃ আয়াত ঃ ৮৮)

তিনি আরো বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ.

মুশরিকদের জন্যে তাদের নিজেদের কুফরির স্বীকৃতি দেয়াবস্থায় আল্লাহর মাসজিদের আবাদ করার আধিকার নেই। এদের আমলসমূহ বাতিল হবে এবং জাহান্নামেই তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।

(সূরা তাওবা ঃ আয়াত ঃ ৭২)

আর নিশ্চয়ই যে এর উপর মৃত্যু বরণ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে না এবং তার উপর জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ.

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।

[সূরা নিসা ঃ আয়াত ঃ ৪৮]

তিনি আরো বলেন ঃ

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ

مِنْ أَنصَارٍ (سورة المائدة : الآية : ٧٢)

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিবেন। এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ঃ ৭২)

মৃত্যু ব্যক্তি ও প্রতিমাকে আহবান করা , তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া , তাদের জন্যে মানত মানা, তাদের নামে পশু জবেহ করা এ ছাড়া আরো অন্যান্য কর্ম বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

২। ছোট শিরক ঃ কুরআন বা হাদীছের দলীলের দ্বারা যার নাম শিরক প্রমাণিত হয়েছে। তবে তা বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত নয়।

যেমন ঃ কিছূ কর্মের মাঝে রিয়া বা লোক দেখানো কাজ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা , মা শাআল্লাহ ওয়া শা ফুলান (অর্থ যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং অমুক ব্যক্তি চেয়েছেন) বলা এবং এর মত আরো কিছূ কাজ ও কথা। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَخوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ (رواه الإمام أحمد)

আমি তোমাদের উপর যে সকল জিনিসের ভয় করি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়ানক হচ্ছে আশ্ শিরকুল আসগার তথা ছোট শিরক। তাঁকে আশ্ শিরকুল আসগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেনঃ (ছোট শিরক হচ্ছে) রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত। (হাদীছটি ইমাম আহমাদ, ত্ববরানী ও বাইহাকী মাহমূদ বিন লাবীদ আল আনসারী রাযিআল্লাহু আনহু হতে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।) এবং ত্ববরানী মাহমূদ বিন লাবীদ সে রাফি'বিন খাদীজ হতে সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একাধিক হাসান সুত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللّٰه فَقَدْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর শপথ করলো সে (আল্লাহর সাথে) শিরক করলো। ইমাম আহমাদ 'উমার বিন আল খাত্তাব রাযিআল্লাহু আনহু হতে সহীহ সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর আবূ দাউদ ও তিরমিযী আবদুল্লাহ বিন 'উমার এর হাদীছ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন নিশ্চয় তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰه فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করলো, সে কুফরী বা শিরক করলো।

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

তোমরা আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন' এ কথা বলো না। বরং তোমরা বলো, 'আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন। হুযাইফাহ বিন আল ইয়ামান রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবূ দাউদ হাদীছটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

এ প্রকার শিরক মুর্তাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যাওয়াকে অপরিহার্য করে না এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করাকে ওয়াজিব করে না, তবে এটি অত্যাবশ্যকীয় তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থি।

তৃতীয় প্রকার ঃ আর তা হলো অন্তর্নিহিত শিরক। এর প্রমাণ হলো ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ.

আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দেব না? যে বিষয়টি আমার কাছে তোমাদের উপর আল মসীহুদ্ দাজ্জালের' চেয়েও ভয়ানক ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হচ্ছে 'আশ্ শিরকুল খফী' বা লুক্কায়িত শিরক। আর তা হলো ঃ এক ব্যক্তি দাঁড়ায়, নামায় আদায় করে অতঃপর তার নামাযকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে এ জন্যে যে, সে তার দিকে এক ব্যক্তির দৃষ্টিকে লক্ষ্য করছে। (হাদীছটি ইমাম আহমাদ আবূ সাঈদ খদ্‌রী রাযিআল্লাহু আনহু হতে তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন)

শিরককে শুধু দু'ভাগে ভাগ করাও ঠিক আছে। ১। বড় শিরক। ২। ছোট শিরক। তবে অন্তর্নিহিত শিরক সেটা বড় - ছোট উভয়কেই শামিল করে। আর তা বড় শিরকে হয়ে থাকে। যেমন ঃ মুনাফিকদের শিরক। কারণ তারা তাদের বাতিল 'আকীদাকে গোপন করে। আর লোককে দেখানের জন্যে ইসলামকে প্রকাশ করে। নিজেদের প্রাণের উপর আশঙ্কা করে। আর তা ছোট শিরকেও হয়ে থাকে। যেমন ঃ রিয়া বা লোক দেখানো আমল বা কাজ। যেমন পূর্বে বর্ণিত মাহমূদ বিন লাবীদ আল আনসারীর হাদীছ ও উল্লেখিত আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীছ। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

পঞ্চম পাঠ ঃ আল ইহ্‌সান

ইহ্‌সানের স্তম্ভ ঃ আর তা হলো ঃ তোমার আল্লাহর ইবাদত করা, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি যদি তাঁকে না দেখতে পাও, তবে সে তোমাকে দেখছে।

ষষ্ঠ পাঠ ঃ সলাতের শর্তসমূহ ঃ সলাতের শর্তসমূহ আর তা হলো নয়টি ১। ইসলাম-মুসলিম হওয়া।২। জ্ঞানবান হওয়া। ৩। ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান থাকা। ৪। হদছ (তথা অপবিত্রতা) দূর করা, আর ইহা-নাপাকি হতে অযু গোসল করে পবিত্র হওয়াকে বুঝায়।৫। মুসল্লির কাপড়, শরীর ও নামায পড়ার স্থান হতে নাপাকি দূর করা। ৬। সতর

ঢাকা, পুরুষের সতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলা তার সম্পূর্ণ শরীরই নামাযে সতর, তার মুখ ও হাতের তালুদ্বয় ছাড়া।৭। নামাযের সময় উপস্থিত হওয়া।৮। ক্বিব্লা মুখী হওয়া।৯। নিয়াত করা, নিয়াত পড়া নয়।

সপ্তম পাঠ ঃ সলাতের রুকনসমূহ ঃ

সলাতের রুকনসমূহ, আর তা হলো চৌদ্দটি ঃ

১। সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো। ২। তাক্বীরে তাহ্রীমাহ। ৩। সূরা ফাতিহা পাঠ করা। ৪। রুকু' করা। ৫। রুকু' হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। ৬। সাত অঙ্গের উপর সিজ্দা করা। ৭। সিজ্দা হতে উঠা। ৮।দুই সিজদার মাঝে বসা।৯। শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া। ১০। তাশাহ্হুদ কালে বসা। ১১। নামাযের এই রুক্ন গুলো সম্পাদনে স্থিরতা বজায় রাখা। ১২। এই রুক্ন গুলো ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা। ১৩। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করা। ১৪। ডানে ও বামে দুই দিকে সালাম প্রদান করা বা সালাম ফিরানো।

অষ্টম পাঠ ঃ সলাতের ওয়াজিবসমূহ ঃ

সলাতের ওয়াজিবসমূহ আর তা হলো আটটি ঃ

১। তাক্বীরে তাহ্রীমার তাক্বীর ছাড়া নামাযে অন্যান্য তাক্বীর সমূহ।

২। سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা) বলা। আর ইহা ইমাম ও একাকী নামায আদায় কারীর জন্য ওয়াজিব। তবে মুক্তাদী ইহা পাঠ করবে না।

৩। ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায় কারী সকলের উপর رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ) সকলের জন্যে বলা ওয়াজিব।

৪। রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুব্হা-না রাব্বিয়াল আজীম) বলা।

৫। সিজ্দায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى। (সুব্হা-না রাব্বিয়াল আ'লা) বলা।

৬। দু'সিজ্‌দার মাঝে رَبِّ اغْفِرْلِي (রাব্বিগ ফিরলী) বলা।

৭। প্রথম বৈঠকে তাহিয়্যাত পড়া।

৮। প্রথম বৈঠকের জন্য বসা।

নবম পাঠ ঃ তাশাহ্‌হুদের বিবারণ ঃ

তাশাহহুদের বিবারণ , আর তা হলো

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্‌ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্‌ তাইয়্যিবা-তু, আস্‌সালা-মু আলাইকা আইয়্যু হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু আলাইনা-ওয়া আ'লা-ইবাদিল্লা-হিস্‌ স-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ)।

অর্থ ঃ সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! তোমার উপর আল্লাহর রহমাত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর সকল সৎ ব্যক্তিদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আমি আরোও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এর উপর সলাত পাঠ করবে এবং তাঁর জন্যে বরকতের দু'আ করবে ঃ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীম, ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদ, ওয়া-আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আ'লা ইব্‌রাহীম, ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের উপর রহমাত বর্ষণ কর, যেরূপ ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর পরিবারের উপর রহমাত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের উপর বরকত দান কর, যেরূপ ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর পরিবারের উপর বরকত দান করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত"।

তারপর শেষ বৈঠকে আল্লাহর কাছে জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন-মরণ ও মাসিহুদ্ দাজ্জালের ফিৎনা হতে আশ্রয় চাবে।

মুখে বলবেঃ

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন আ'যাবে জাহান্নামা, ওয়া মিন আ'যাবিল ক্বাবরে, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জালি)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন-মরণ ও মাসিহুদ্ দাজ্জালের ফিৎনা হতে আশ্রয় চাইতেছি।

তারপর দু'আ হতে, বিশেষ করে সুন্নাতী দু'আ হতে সে যা চাবে তা বেছে নিয়ে তার দ্বারা দু'আ করবে। নিম্নের দু'আগুলো সুন্নাতী দু'আর অন্তর্ভূক্ত।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

আল্লাহুম্মা আয়ি'ন্নী আ'লা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবাদাতিকা।

হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র - স্বরণ, শুক্‌র - কৃতজ্ঞতা ও তোমার ভাল ইবাদত করার তাওফীক দান কর।

اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল্লাহুম্মা ইন্নি যলামতু নাফসী যুলমান কাছিরা। ওয়া লা ইয়াগফিরুয যনূবা ইল্লা আনতা। ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহামনী। ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রহীম

হে আল্লাহ আমি আমার আত্মার উপর অনেক বেশি যুলুম করেছি। আর তুমি ছাড়া কেউ পাপ মাফ কারী নাই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর। কারণ তুমি ক্ষমাকারী ও দয়ালু।

তবে যহর ,আসর , মাগরিব ও 'ইশার সলাতে প্রথম বৈঠকের মাঝে শাহাদাইনের পর তৃতীয় রাকা'আতের জন্যে দাঁড়াবে। কেউ যদি এতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করে তবে তা তার জন্যে উত্তম হবে। এ ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক হাদীছসমূহ থাকার কারণে। তরপর তৃতীয় রাকা'আতের জন্যে দাঁড়াবে।

দশম পাঠ ঃ সলাতের সুন্নাতসমূহ ঃ

সলাতের সুন্নাতসমূহ ঃ আর তা হলো ঃ

১। প্রারম্ভিক দু'আ (ছানা) পাঠ করা।

২। ডান হাতকে বাম হাতের উপর করে দাঁড়া অবস্থায় রুকুর পূর্বে ও পরে বুকের উপর রাখা।

৩। দু'হাতের আঙ্গুল মিলিত ও খাড়া অবস্থায় কাধ বা দু'কানের লতি পর্যন্ত উত্তলন করা তাকবীরাতুল ইহরামের সময় ,রুকু' করার সময়, রুকু'হতে উঠার সময় ও প্রথম বৈঠক হতে তৃতীয় রাকা'আতের জন্যে দাঁড়ানের সময়।

৪। রুকু' ও সিজাদার তাসবীহ একের অধিক পাঠ করা।

৫। দু'সিজদার মাঝে মাগফিরাতের দু'আ একবারে অধিক পাঠ করা।

৬। রুকু'তে মাথাকে পিঠের বরাবর রাখা।

৭। সিজদা রত অবস্থায় বাহুদ্বয়কে পার্শদ্বয় হতে, পেটকে উরুদ্বয় হতে, ও উরুদ্বয়কে নলিদ্বয় হতে দূরে রাখা।

৮। সিজদার সময় জমিন হতে হস্তদ্বয়কে উচু রাখা।

৯। প্রথম বৈঠকে ও দুই সিজাদার মাঝে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে তার উপর মুসল্লির বসা।

১০। তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতের শেষ বৈঠকে তাওর্রক করা। আর তা হলো ঃ মুসল্লির বাম পাকে ডান পায়ের নলির নিচে করে তার ডান পাকে খাড়া রেখে তার নিতম্বের উপর বসা।

১১। প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে বসা হতে তাশাহহুদ শেষ হওয়া পর্যন্ত শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করা ও দু'আর সময় নড়ানো।

১২। প্রথম বৈঠকে মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের পরিবারের উপর এবং ইব্রাহীম ও ইব্রাহীম আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামের পরিবারের উপর সলাত ও বরকত বর্ষণ করা।

১৩। শেষ বৈঠকে দু'আ করা।

১৪। ফজরের সলাতে, জুমু'আর সলাতে, দুই ঈদের সলাতে, বৃষ্টি প্রর্থনার সলাতে এবং মাগরিব ও এশার সলাতের প্রথম দু' রাক'আতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া।

১৫। জহর ,আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে এবং এশার সলাতের শেষ দুই রাক'আতে আস্তে কিরাত পড়া।

১৬। কুরআন হতে সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত পাঠ করা। সলাতের যে সুন্নাতগুলো আমরা উল্লেখ করেছি তা ছাড়া তার ব্যাপারে বর্ণিত আরো সুন্নাতগুলো প্রতি লক্ষ্য রাখা। যেমন ঃ ইমাম, মুক্তাদী ও একা একা সলাত আদায়কারীর রুকু' হতে উঠে রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু এর অতিরিক্ত পাঠ করা।এটি সুন্নাত।

আরো তার (সলাতের সুন্নাতের) অন্তর্ভূক্ত হলো ঃ রুকু'র সময় হস্ত দ্বয়ের অঙ্গুলিগুলো প্রসারিত অবস্থায় হাটুদ্বয়ের উপর রাখা।

একাদশ পাঠ ঃ সলাত - নামায বাতিল (নষ্ট) কারী বিষয় সমূহ ঃ

সলাত বাতিলকারী , আর তা হলো আটটি ঃ

১। সলাতের - নামাযের মাসলাহাতের (কল্যাণ মূলক) বহির্ভূত এমন বিষয়ে স্বরণ ও জানা থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কথা বলা। তবে ভূলকারী ও মুর্খ ব্যাক্তি তার সলাত এর দ্বারা বাতিল হবে না। ২। নামাযে হাঁসা। ৩। (ইচ্ছাকৃত) খাওয়া বা ভক্ষণ করা। ৪। পান করা। ৫। লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়া। ৬। সলাতে ধারাবাহিকভাবে অনেক বেশী অনর্থক কাজ করা। (আর অধিক কাজের পরিমাণ নির্ণয় করার মানদন্ড হল ঃ নামাযির দিকে দৃষ্টি পাত কারীর নিকট মনে হবে যে, সে নামাযের মাঝে নয়।) ৭। ক্বিবলা দিক থেকে ডান বা বাম দিকে অনেক বেশি ফিরে যাওয়া। ৮। অযু ভেঙ্গে যাওয়া।

দ্বাদশ পাঠ ঃ অযুর শর্তসমূহ ঃ

অযুর শর্তসমূহ , আর তা হলো দশটি ঃ

১। ইসলাম বা মুসলিম হওয়া। ২। বিবেক বা বিবেকবান হওয়া। ৩। ভাল - মন্দের পার্থক্য করা বা পার্থক্যকারী হওয়া।৪। নিইয়াত করা। ৫। নিইয়াতের হুকুম সঙ্গে রাখা এর অর্থ হলো পবিত্রতা অর্জন পরিপূর্ণ হওয়ার আগনাগাদ অযু ভঙ্গের নিইয়াত না করা।৬। অযু

ওয়াজিব করে এমন কারণ বন্ধ করা। ৭। অযুর আগে পানি বা ঢিলা ব্যবহার করা। ৮। পানি পবিত্র ও বৈধ হওয়া। ৯। পানি চামড়ায় পৌছতে দেয় না এমন জিনিস দূর করা। ১০। যার অযু সব সময় চলে যায় তার জন্যে সলাতের সময় হওয়া।

ত্রয়োদশ পাঠ ঃ অযুর ফরযসমূহ ঃ

অযুর ফরযসমূহ , আর তা হলো ছয়টি ঃ

১। মুখ ধৌত করা। আর কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝারা মুখ ধৌত করার

অন্তর্ভূক্ত। ২। কনুইদ্বয়সহ দু'হাত ধৌত করা। ৩। পুরা মাথা মাসেহ করা। কানদ্বয় মাসেহ করা মাথা মাসেহ করার অন্তর্ভূক্ত। ৪। (পায়ের) গিটদ্বয়সহ দু'পা ধৌত করা। ৫। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। ৬। অযুর এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই অপর অঙ্গ ধৌত করা। মুখ,হাত, ও পা তিনবার ধৌত করা মুস্তাহাব। অনুরূপ কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝারা। আর এর মধ্যে ফরয শুধু একবার। তবে মাথা একবারের বেশি মাসেহ করা মুস্তাহাব নয়। যেমন এর উপর সহীহ হাদীছসমূহ প্রমাণ করেছে।

চতুর্থতম পাঠ ঃ অযু ভঙ্গের কারণসমূহ।

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ, আর তা হলো ছয়টি ঃ

১। পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। ২। শরীরের যে কোন স্থান হতে অধিকমাত্রায় অপবিত্র জিনিস বের হওয়া। ৩। ঘুম বা তা ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে বিবেক চলে যাওয়া। ৪। বিনা আবরণে পুরুষ বা মহিলার লজ্জাস্থান হাত দিয়ে স্পর্শ করা। ৫। উটের মাংস খাওয়া। ৬। ইসলাম হতে মুর্তাদ হওয়া। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা। আল্লাহ আমাদের ও মুসলিমদেরকে এটি হতে আশ্রয় দান করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মৃতব্যক্তির গোসল দানের ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো যে এটিতে অযু ভাংবে না। আর এটিই অধিকাংশ বিদ্যানগণের মতামত বা কথা। কারণ এ ব্যাপারে কোন দলীল নাই। গোসল দানকারীর হাত যদি মৃতব্যক্তির লজ্জাস্থানে বিনা আবরণে লাগে তবে তার উপর অযু ওয়াজিব হবে। মৃতব্যক্তিকে গোসল দানকারীর উচিত যে সে মৃতব্যক্তির লজ্জাস্থান বিনা আবরণে স্পর্শ করবে না। অনুরূপ ভাবে আলিমদের দু'টি মতামতের বিশুদ্ধ মতে মহিলাকে যৌন উত্তেযনা অবস্থায় হোক আর যৌন উত্তেযনা ছাড়া হোক স্পর্শ করলে সাধারণভাবে অযু ভাংবে না, যদি তার কাছ থেকে কিছু না বের হয়। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কিছু স্ত্রীকে চুমু দিতেন তারপর সলাত আদায় করতেন আর অযু করতেন না। আর সূরা নিসা ও সূরা মায়িদার দু'আয়াতের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী ঃ

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ (سورة النساء : الآية : ٤٣) (وسورة المائدة : الآية : ٦)

অথবা তোমরা যদি মহিলাদের সাথে সহবাস করে থাকো। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ঃ ৪৩ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ঃ ৬)

এখানে لَمْسٌ স্পর্শ দ্বারা জিমা' সহবাস উদ্দেশ্য আলিমদের দু'টি মতামতের বিশুদ্ধ মতে। আর এটি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা এর এবং সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের এক দলের মত। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

পঞ্চদশ পাঠ ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে ইসলামী চরিত্রে অলঙ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

১। সর্বদাই সত্য বলা। ২। আমানাতদার হওয়া।

৩। পবিত্রতা, নির্দোষ ,চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ,ও সংযমতার গুণ অর্জন করা।৪। লজ্জা করা, লজ্জাবোধতার গুণ থাকা ইসলামী চরিত্রের অন্যতম

একটি চরিত্র। ৫। সাহসী হওয়া - বীরত্ব পূর্ণ হওয়া। ৬। দানশীলতা, উদারতা। ৮। ওয়াদা - প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা। ৯। আল্লাহর হারামকৃত সকল বিধি-বিধান ও সকল বস্তু হতে সম্পূর্ণ দূরে থাকা। ১০। প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। ১১। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামর্থ অনুপাতে সাহায্য করা। এ ছাড়া আরো ইসলামী চরিত্র যার বৈধতার উপর কুরআন বা সহীহ হাদীছ প্রমাণ করেছে।

ষষ্ঠদশ পাঠ ঃ ইসলামী আদব-কাইদা-শিষ্টাচার গ্রহণ করা।

ইসলামিক শিষ্টাচারে শিষ্টাচারিত হওয়া, আর তা হলো নিম্নরূপ ঃ

১।(মুসলিমদের) পরস্পরে সালাম বিনিময় করা।২। হাঁসৌজ্জল থাকা। ৩। ডান হাতে খাওয়া ও ডান হাতে পান করা। ৪। প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলা। ৫। (প্রত্যেক কাজ) শেষে আল হামদু লিল্লাহ / সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে বলা। ৬। হাঁচির পর আল হামদু লিল্লাহ বলা।৭। হাঁচিদাতা হাঁচি দেয়ার পর আল হামদুলিল্লাহ বললে তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।৮। রোগীদর্শন করা। ৯। সলাত ও দাফনের জন্যে লাশের অনুসরণ করা। ১০। মাসজিদ বা বাড়িতে প্রবেশ,তা হতে বের হওয়া ও সফরের সময়ে , পিতা- মাতা, আত্নীয়-স্বজন ,প্রতিবেশি ,বড় ও ছোটদের সাথে ইসলামি আদবের পাবন্ধ হওয়া। ১১। নবশিশুর প্রতি অভিনন্দন জানানো।১২। বিবাহে বরকতের দু'আ করা।১৩। বিপদে সান্ত্বনাদান করা।এ ছাড়া আরো অন্যান্য ইসলামী আদব - কাইদা (যেমন) পোশাক পরিধান করাতে, তা খোলার সময়ে ও জুতা পরিধান করার সময় লক্ষ্য রাখা।

সপ্তদশ পাঠ ঃ শিরক ও সকল প্রকার আল্লাহ্ বিরোধী কাজসমূহ্ হতে সর্তকীকরণ ঃ

সকল মুসলিমদের শিরক ও সকল প্রকার আল্লাহ্ বিরোধী কাজসমূহ হতে সর্তক থাকা ও মানুষকে সর্তক রাখা অপরিহার্য। যেমন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী পাপকাজ হতে। আর তা হলো ১। আল্লাহ্র সাথে শিরক করা হতে। ২। যাদু ও যাদুর সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার কার্যকলাপের সাথে জড়িত হওয়া হতে। ৩। অন্যায় ও ন্যায় সংগত কারণ ছাড়াই মানুষ হত্যা করা হতে যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। ৪। সুদ খাওয়া হতে। (অর্থাৎ সুদ সম্পর্কিত সকল প্রকার লেনদেন ও কার্যকলাপ হতে।) ৫। ইয়াতীমের মাল - অর্থ ভক্ষণ করা হতে। ৬। যুদ্ধ ময়দান হতে পালায়ন করা থেকে। ৭। সতী নিরপরাধ মু'মিন নারীকে অপবাদ দেওয়া হতে। ৮। আরো যেমন ঃ মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া হতে। ১০। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হতে। ১২। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হতে। ১৩। মানহানী, অর্থআত্মসাৎ ও রক্তপাতের ব্যপারে মানুষের প্রতি যুলুম করা হতে ১৪। নিশাকারী পানীয় ও খাদ্য বুস্তু পান করা ও খাওয়া হতে। ১৫। জুয়া খেলা। ১৬। অপরের গীবাত করা হতে ১৭। চুগলখোরী করা হতে।

আরো অন্যান্য আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকা যা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন।

অষ্টাদশ পাঠ: মৃত্যু ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা তার উপর সলাত ও তাকে সমাহিত করা।

আপনার নিকট এর বিস্তারিত বিবারণ দেয়া হলো ঃ

প্রথমত ঃ মুহতাযার ব্যক্তিকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর তালকীন দেয়া সম্মত। কারণ এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী

রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুর নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে এমন ব্যক্তিকে لا إلـهَ إلَّا الله এর তালক্বীন দাও। হাদীছটি মুসলিম তার সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছে বর্ণিত মাওতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল মুহতাযারুন। আর মুহতাযারুর তারা যাদের উপর মৃত্যুর নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত হবে তখন তার চোখ বন্ধ করে দিতে হবে এবং তার দাঁড়ি বেঁধে দিতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া আবশ্যক। তবে শহীদ ব্যক্তি যে ধর্মীয় যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেছে তাকে গোসল দিতে হবে না এবং তার উপর জানাযার সলাত পড়তে হবে না বরং তাকে তার পরিহিত কাপড়েই দাফন করতে হবে। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের শহীদরে গোসল দেন নাই এবং তাদের উপর জানাযার সলাত আদায় করেন নাই।

চতুর্থত ঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের বিবরণ ঃ মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান (কাপড় দিয়ে) ঢেকে দিতে হবে। পরে (কাপড়) একটু উঁচু করবে এবং তার পেট নরম ভাবে চাপ দিবে। তারপর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারী তার নিজ হাতে নেকড়া বা অনুরূপ কিছু পেঁচাবে। অতপর তাকে এর দ্বারা পরিস্কার করবে। তারপর সলাতের অযুর ন্যায় অযু করাবে। তারপর মৃত ব্যক্তির মাথা ও দাঁড়ি পানি ও বরই পাতা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ধৌত করবে। তারপর তার ডান পার্শ্ব ধোবে। তারপর তার বাম পার্শ্ব ধোবে। তারপর তাকে এ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার গোসল দিবে।(গোসলদাতা) প্রত্যেক বারই তার হাত তার পেটের উপর দিয়ে অতিক্রম করাবে। যদি কোন কিছু বের হয় তবে তা ধোয়ে নিবে। এবং বের হওয়ার স্থানটি তুলা বা অনুরুপ কিছু দিয়ে বন্ধ করে দিবে। আর যদি বন্ধ না হয় তবে পুড়ামাটি বা আধুনিক ডাক্তারি উপকরণের মাধ্যমে

বন্ধ করতে হবে। যেমন প্লাস্টার/ প্রলেপ বা অনরুপ কিছু। এবং পুনরায় অযু করাবে। আর যদি তিনবার ধৌত করার মাধ্যমে পরিস্কার না হয়, তবে পাঁচ বা সাতবার পর্যন্ত ধৌত করবে। তারপর কাড়প দ্বারা মোছে দিবে। অপ্রকাশ্য স্থানসমূহ ও সিজদার স্থানসমূহে সুগন্ধি লাগাবে। আর যদি সারা শরীরে সুগন্ধি লাগায় তবে তা আরো উত্তম হবে। আর ধূপ দ্বারা তার কাফনগুলো সুগন্ধি করে দিবে। আর যদি তার মোচ বা নখ লম্বা থাকে তবে তা কেটে দিবে। আর তা ছেড়ে দিলে বা না কাটলেও কোন অসুবিধা নাই। আর তার চুল আঁচড়াবে না। তার নাভীর নিচের চুল মুন্ডাবে না এবং খাৎনা করাবে না। কারণ এর উপর কোন দলীল নাই। মহিলা তার চুলকে তিনগুচ্ছ করা হবে এবং তা তার পিছনের দিকে ছেড়ে দেয়া হবে।

পঞ্চতম ঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া ঃ পুরুষকে তিন সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া উত্তম, যাতে জামা ও পাগড়ী থাকবে না। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফন দেয়া হয়েছিল। মৃত ব্যক্তিকে এর ভিতর পর্যায়ক্রমে রাখতে হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তিকে জামা, লুঙ্গি ও লিফাফাতে কাফন দেয়া হয়, তবে তা কোন অসুবিধা নাই। আর মহিলাকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেয়া হবে। ১। চাদর ২। উড়না ৩। লুঙ্গি। দুই লিফাফা। আর এক হতে তিন কাপড়ে বালককে কাফন দেয়া হবে। আর এক জামা ও দুই লিফাফাতে বালিকাকে কাফন দেয়া হবে। মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে এমন কাপড় সকলের ব্যাপারেরই অত্যাবশ্যক। তবে যদি মৃত ব্যক্তি মুহরিম হয় তা হলে তাকে পানি ও ররই পাতা দিয়ে গোসল করাতে হবে। এবং তার চাদর ও লুঙ্গিতে বা এ ছাড়া অন্য কাপড়ে কাফন দেয়া হবে। এবং তার মাথা ও মুখ ঢাকা যাবে না এবং সুগন্ধিও লাগাবে না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন লাব্বাইক বলা অবস্থায় উঠানো হবে যেমন এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর মুহরিম যদি মহিলা হয় তবে তাকে অন্যান্য মহিলার ন্যায় কাফন দেয়া

হবে। তবে তাকে সুগন্ধি লাগানো যাবে না এবং নিকাব দ্বারা তার মুখ ঢাকা যাবে না। এবং মোজা দ্বারা তার হাতদ্বয় ঢাকা যাবে না। তবে পূর্বে বর্ণিত মহিলার কাফনের বিবরণ অনুপাতে তার হাতদ্বয় ও মুখ ঢেকে দিতে হবে।

ষষ্ঠতম ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল, তার জানাযার সলাত ও দাফন করার সে বেশী উপযুক্ত যাকে মৃত ব্যক্তি এ ব্যাপারে অসিয়ত করে গেছে। তারপর তার বাপ। তারপর তার দাদা। তারপর পুরুষদের ব্যাপারে 'আসাবাদের তথা নিজ বংশের মধ্যে যে বেশী নিকটবর্তী তারপর যে বেশী নিকটবর্তী সে। আর মহিলাকে গোসল দেয়ার সে বেশী নিকটবর্তী, যাকে সে অসিয়ত করে গেছে। তারপর তার মা। তারপর তার দাদী। তারপর সে মহিলার মহিলাদের যে বেশী নিকটবর্তী তারপর যে বেশী নিকটবর্তী সে। আর শ্বামী - স্ত্রী একজন অপরজনকে গোসল করাবে। কারণ আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহুকে তাঁর স্ত্রী গোসল করিয়েছিলেন। আর আলী রাযিআল্লাহু তাঁর স্ত্রী ফাতিমা রাযিআল্লাহু আনহাকে গোসল করিয়ে ছিলেন।

সপ্তমত ঃ মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সলাতের বিবরণ ঃ

জানাযার সলাতে চার তাকবীর দিবে। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর যদি এর সাথে ছোট একটি সূরা বা এক বা দু আয়াত পাঠ করে তবে তা ভাল হবে। কারণ, এ ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাজিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে ছহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে এবং নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর তাশাহুদে যে সলাত (দরূদ) পাঠ করা হয় সে সলাত পাঠ বা বর্ষণ করবে। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্নের দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللهُمَّ مَنْ أَحيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى

الإِيْمَان- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ - وَأَعِذْهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ] وَأَفْسِحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ- اللّٰهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تُضِلْنَا بَعْدَه»

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া সগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছা-না। আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়্যিহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়ায্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু, ওয়া আফিহি, ওয়া আ'ফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াছ্‌ছি' মুদখালাহু, ওয়া আগছিলহু বিলমা-ঈ ওয়াস্‌ সালজি ওয়াল বারদি। ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতায়া কামা য়ূনাক্কাস্‌ সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্‌দানাছি, ওয়া আবদিলহু দারান খাইরাম্‌ মিন্‌ দারিহী ওয়া আহলান খাইরাম্‌ মিন আহলিহী, ওয়া যাওজান খায়রাম মিন্‌ যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আইযহু মিন আযাবিল ক্বাবরি (ওয়া আযাবিন্নারি), ওয়া আফসিহ লাহু ফি ক্বাবরিহি ওয়া নাওয়ীর লাহু ফিহি, আল্লাহুম্মা লা তাহরিম না আজরাহু ওয়া লা তুযিল্লানা বা'দাহু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত, ও অনুপস্থিত, ছোট, ও বড়, নর ও নারীদিগকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ ! তুমি এই মৃত্যু ব্যক্তিকে ক্ষমা কর তার উপর রহম কর তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মার্জনা কর, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটি প্রশস্থ করে দাও, তুমি

তাকে ধৌত করে দাও, পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) বাসস্থানের বদলে উত্তম বাসস্থান প্রদান কর, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর, তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং তার জন্য ইহা আলোকময় করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।

অতঃপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ডান দিকে এক সালামের মাধ্যমে সলাত শেষ করবে।

জানাযার সলাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠানো মুস্তাহাব। যদি মৃত ব্যক্তি পুরুষ হয় তাহলে... اَللّهُمَّ اغْفِرْلَـهُ এর পরিবর্তে اَللّــهُمَّ اغْفِرْلَهَا অর্থাৎ আরবী স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম যোগ করে পড়তে হয়। আর যদি মৃত্যের সংখ্যা দুই হয় তাহলে اَللّهُمَّ اغْفِرْلَهُمَـا ..الخ এবং এর বেশী হলে اَللّهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ ..الخ অর্থাৎ সংখ্যা হিসেবে সর্বনাম ব্যবহার করবে।

মৃত যদি শিশু হয় তাহলে উপরোক্ত মাগফিরাতের দু'আর পরিবর্তে নিম্নের দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَّذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ . وَشَفِيْعًا مُجَابًا . اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا. وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجْعَلْهُ فِيْ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্ 'আলহু ফারাতান ওয়া জুখরান লিওয়ালিদাইহি, ওয়া শাফীআন মুাবা। আল্লাহুম্মা ছাক্কিলবিহী মাওয়াযীনাহুমা- ওয়া আ'যিম বিহী উজু-রাহুমা-, ওয়া আলহিকুহু বিসা-

লিহিল মু'মিনীন ওয়া আজ'আলহু ফী কাফা- লাতি ইব্‌রাহীমা আলাইহিস সলাম, ওয়াক্বিহী বিরাহমাতিকা আযাবাল জাহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি এই বাচ্চাকে তার পিতা-মাতার জন্যে ফারত্ব তথা অগ্রীম দূত ও যুখর তথা সংরক্ষিত প্রতিদান বানাও। এবং তাকে গৃহীত সুপারিশকারী বানাও। হে আল্লাহ ! তুমি এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সওয়াবের ওজন আরো ভারী কর এবং এর দ্বারা তাদের প্রতিদানকে আরো মহান কর। আর তাকে সৎ মু'মিনদের

অন্তর্ভূক্ত কর এবং ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালামের) রক্ষণাবেক্ষণের অন্ত ভূক্ত কর। একে তোমার রহমতের দ্বারা জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও।

সুন্নাত হলো ইমাম মৃত পুরুষের মাথা বরাবর দাড়াবে এবং স্ত্রীলোক হলে তার দেহের মধ্যমাংশে বরাবর দাঁড়াবে।

মৃতের সংখ্যা একাধিক হলে পুরুষের মৃতদেহ ইমামের নিকটবর্তী থাকবে এবং স্ত্রীলোকের মৃতদেহ কিবলার নিকটবর্তী থাকবে। তাদের সাথে বালক-বালিকা হলে পুরুষের পর স্ত্রীলোকের আগে বালক স্থান পাবে, তারপর স্ত্রীলোক এবং সর্বশেষে বালিকার স্থান হবে। বালকের মাথা পুরুষের মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মধ্যমাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। এইভাবে বালিকার মাথা স্ত্রীলোকের মাথা বরাবর এবং বালিকার মধ্যমাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। সব মুছাল্লীগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তবে যদি কোন লোক ইমামের পিছনে দাঁড়াবার স্থান না পায় তাহলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে।

অষ্টমত ঃ মৃত ব্যক্তির দাফনের বিবরণ ঃ

মাশরূ' বা বৈধ হলো কবরকে একজন পুরুষের মধ্যভাগ পরিমাণ গভীর করা এবং তাতে কেবলার দিক থেকে লাহাদ (বগলী কবর) থাকা। মৃতকে তার ডান পাশ্বের উপর কাত করে লাহাদে রাখা। এবং কাফনের গিঁঠ বা বন্ধন খুলে দেয়া। তবে কাপড় না খুলা বরং কাপড় সহ ছেড়ে রাখা। মৃত ব্যক্তির মুখ না খুলা সে পুরুষ হোক আর নারী হোক।

এরপর এর উপর ইট খাড়া করে রেখে তা কাদা মাটি দিয়ে লেপে দেয়া, যাতে ইটগুলো স্থির থাকে এবং মৃত ব্যক্তিকে মাটি থেকে রক্ষা করে। আর যদি ইট সংগ্রহ করা সহজ না হয়, তাহলে অন্য কিছু যেমন, তক্তা, পাথর অথবা কাঠ খাড়া করে রাখা যাতে মাটি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। তারপর এর উপর মাটি দেয়া হবে এবং মাটি দেয়ার সময় নিম্নের দু'আটি বলা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

উচ্চারণ ঃ (বিস্‌মিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ)

(আল্লাহর নামে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র মিল্লাতের(দীনের) উপর রাখলাম) এবং কবর এক বিঘত পরিমাণ উচু করা হবে এবং এর উপর সহজ হলে কঙ্কর রাখবে ও পানি ছিটিয়ে দিবে। মৃতের দাফনকারীদের জন্যে কবরের পার্শ্বে দাড়ানো ও তার জন্যে দু'আ করা বৈধ। কারণ নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দাফন কাজ শেষ করতেন তখন তিনি কবরের পার্শ্বে দাড়াতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ক্ষমা প্রর্থনা কর এবং ঈমানের উপর ছাবেত থাকার জন্যে দু'আ কর কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।

নবমমত ঃ দাফনের পূর্বে যে মৃত্যের উপর নামায পড়ে নাই সে দাফনের পর নামায পড়তে পারে। কারণ নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করেছেন। তবে এই নামায একমাস সময়ের মধ্যে হতে হবে, এর বেশী হলে কবরের উপর নামায পড়া বৈধ হবে না। কারণ দাফনের একমাস পর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মৃতের উপর নামায় পড়েছেন এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় নাই।

দশম ঃ মৃত্যের পরিবারের জন্যে তার বাড়িতে উপস্থিত মানুষের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করা জায়েয নয়। (সম্মানিত সাহাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিআল্লাহু আনহুর) বাণী থাকার কারণে ঃ

আমরা মৃত্যের পরিবারের কাছে একত্রিত হওয়া ও এবং দাফনের পর খাদ্য প্রস্তুত করাকে নিয়াহার (বিলাপের) অন্তর্ভূক্ত করতাম।) (এই হাদীসটি ইমাম আহমদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।) তবে মৃতের পরিবারের জন্যে বা তাদের মেহমানদের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করাতে কোন অসুবিধা নেই। এবং মৃত্যের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের জন্যে মৃত্যের পরিবারের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করা মাশরূ' বা বৈধ।। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যখন জাফর বিন আবূ তালিব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর শামে মৃত্যু হয়েছে এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি স্বীয় পরিবারবর্গকে বললেন ঃ "জাফর পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর। আরো বললেন যে, তাদের উপর এমন বিপদ নেমে এসেছে যা তাদেরকে খাদ্য প্রস্তুত করা থেকে ব্যস্ত করে রেখেছে। মৃতের পরিবারের জন্যে যে খাদ্য পাঠানো হয়েছে তা খাওয়ার জন্য নিজেদের প্রতিবেশী বা অন্যদের আহবান করাতে কোন অসুবিধা নেই। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

একাদশ ঃ কোন মহিলার জন্যে স্বামী ব্যতীত অপর কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা জায়েয নয়। স্ত্রীর উপর নিজের স্বামীর মৃত্যুর উপর চারমাস দশ দিন শোক প্রকাশ ওয়াজিব। তবে গর্ভবর্তী মহিলার সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত শোক পালন করতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ হাদীস প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু পুরুষ তার জন্যে আত্মীয় বা অন্যদের কারোর মুত্যুর উপর শোক পালন করা জায়েয নয়।

দ্বাদশ ঃ (দিন ও তারিখ নির্ধারন না করে) যে কোন সময়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের জন্যে দু'আ, তাদের উপর রহমত বর্ষণ, মৃত্যু ও তার পরের অবস্থার কথা স্বরণের লক্ষ্যে পুরুষদের জন্যে কবর জিয়ারত করা মাশরূ' বা বৈধ। কারণ (এ ব্যাপারে) নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী রয়েছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ (خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه)

আবূ হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবর জিয়ারত কর, কারণ এটি তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণ যখন কবর যিয়ারত করতেন তখন তাঁদেরকে তিনি নিম্নের দু'আ বলতে শিক্ষা দিতেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাদ্ দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইন্শা আল্লাহু বিকুম লাহিকূন। নাস্আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ, ইয়ারহামুল্লাহুল্ মুস্ তাক্দিমীনা ওয়াল মুস্তাখিরীন।

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ, ইন্শা আল্লাহ আমরাও অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আমাদের এবং তোমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করতেছি। আল্লাহ অগ্রগামী ও পশ্চাতগামীদের প্রতি দয়া করুন।

মেয়ে লোকের জন্যে কবর জিয়ারত করা বৈধ নহে। করণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর জিয়ারতকারীনী নারীদের অভিশাপ করেছেন। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের কবর জিয়ারতে ফেতনা ও অধৈর্য সৃষ্টির ভয় রয়েছে। এইভাবে মেয়েদের পক্ষে কবর পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করা বৈধ নহে। কেননা, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। তবে মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে মৃতের উপর জানাযার নামায পড়া নারী পুরুষ সকলের জন্যে বৈধ।

(এ বইয়ে)যা একত্রিত করা সহজ হয়েছে এটি তার সর্বশেষ পাঠ।

আল্লাহ আমাদের নাবী মোহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীগণের উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।